HNC PRODUCTIONS
এইচ. এন. সি. প্রোডাক্‌সন্সের
নিবেদন
কঙ্কাবতীর ঘাট
12-8-55
পরিবেশনা চিত্র পরিবেশক লিঃ

H.N.C. PRODUCTIONS

এইচ. এন. সি
প্রোডাকসনের
দ্বিতীয় নিবেদন

কঙ্কাবতীর ঘাট

চরিত্র চিত্রণে ঃ

সন্ধ্যারাণী, অনুভা, চন্দ্রাবতী, মীরা, লীলাবতী, কমলা, আশা, অহীন্দ্র চৌধুরী,
উত্তম কুমার, কমল মিত্র, অনুপকুমার, শ্যাম লাহা, সন্তোষ সিংহ,
শিবকালী চট্টোঃ, পঞ্চানন ভট্টাঃ, শান্তি ভট্টাঃ, প্রীতি মজুমদার,
শান্তি মজুমদার (এ্যাঃ), রাস বিহারী, ঋষি ব্যানার্জী
ও মাষ্টার বাবুয়া

চিত্র গঠনে ঃ

প্রযোজনা ঃ হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়
কর্ম্ম পরিচালনা ঃ সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
গীতিকার ঃ অরূপ ভট্টাচার্য্য
শব্দযন্ত্রী ঃ শ্যামসুন্দর ঘোষ
চিত্র শিল্পে ঃ রামানন্দ সেনগুপ্ত
চিত্র সম্পাদনে ঃ বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায়
সুর সংযোজনায় ঃ কালীপদ সেন

পরিচালনা ঃ চিত্ত বসু
কাহিনী ঃ মহেন্দ্র গুপ্ত
চিত্রনাট্য ঃ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
শিল্প নির্দ্দেশনায় ঃ কার্ত্তিক বসু
ব্যবস্থাপনায় ঃ সত্য বসু,
রূপ সজ্জায় ঃ মদন পাঠক
প্রধান সহকারী পরিচালক ঃ
গুরুদাস বাগচী

সহকারীতায় ঃ

পরিচালনায় ঃ অসীম রায় চৌধুরী।
প্রদীপ দাশ গুপ্ত
চিত্রশিল্পে ঃ দীনেন গুপ্ত, নরেন মজুমদার
সৌমেন রায়
শব্দযন্ত্রে ঃ অনিল নন্দন
সম্পাদনায় ঃ রবি ব্যানার্জি
স্থিরচিত্রে ঃ কান্তিলাল (স্যাংগ্রিলা)
পট শিল্পে ঃ কবি দাশ গুপ্ত
শিল্প নির্দেশনায় ঃ পুলীন ঘোষ

রূপসজ্জায় ঃ গোপাল হালদার
শিবু দাস
কার্ত্তিক লঙ্কা
আলোক সম্পাতে ঃ পৃথ্বীশ চৌধুরী
কেনারাম হালদার
রেজাক, গনেশ,
কালী, রামজীবন
যন্ত্র সঙ্গীতে ঃ ক্যালকাটা অর্কেষ্ট্রা
সুরশ্রী অর্কেষ্ট্রা ।

বেঙ্গল ফিল্ম লেবরেটরীজ্ লিমিটেডে পরিস্ফুটীত
নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড ষ্টুডিওতে গৃহীত
পরিবেশনায় ঃ চিত্র পরিবেশক লিমিটেড

কাহিনী

প্রবীর আর শিলা একই কলেজে পড়ে।

প্রবীর শহরে ছেলে নয়, শহরে সে পড়তে এসেছে মাত্র ছুটি হলেই গাঁয়ে ফিরে যায়, সেখানে তার ছোটখাট জমিদারী, বাপের মৃত্যুর পর তারই ওপর পড়েছে তার দেখাশুনার ভার।

গাঁয়ের ছেলের মত সে স্বভাবতই শহরকে ভয় করে, শহরের আবহাওয়া থেকে দূরে থাকতে চেষ্টা করে। কলেজে তাই তার সহপাঠীরা তাকে ভাল ছেলে বলে ঠাট্টা করে। বিশেষ কারুর সঙ্গে সে বড় একটা মেলামেশাও করে না শিলা ও বড় একটা কারুর সঙ্গে মেশে না।

প্রবীর কিন্তু নীরবে শিলাকে লক্ষ্য করে। বুঝতে পারে, এই মেয়েটির নীরব ম্লান মুখের আড়ালে কোথায় যেন আছে একটা বৃহৎ বেদনা।

প্রবীর লক্ষ্য করে, অর্থের অভাবে শিলা কলেজের কোন দামী বই কিনতে পারে না, অবসর সময়ে লাইব্রেরীতে বসে তাই বইটা নকল করে নেয়। প্রথম প্রণয়ীর ভীরু মন নিয়ে প্রবীর এগিয়ে আসে, বলে, ভুল ক্রমে আমার একই বই দুখানা কেনা হয়ে গিয়েছে, আপনি যদি একটা নেন্ !

শিলার অভিমান আহত হয়, কারুর সাহায্য নিতে সে প্রস্তুত নয়। শিলার এই ব্যক্তিত্ব প্রবীরের চোখে আরো মোহনীয় হয়ে ওঠে, যথাসময়ে মাইনে দিতে না পারায় শিলার নাম কলেজ রেজিষ্টার থেকে কাটা যায় দেখে প্রবীর শিলার হয়ে মাইনে দিয়ে দেয়। সেই অছিলায় শিলাদের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হয় এবং সেখানে শিলার মা চামেলীদেবীর সঙ্গে পরিচয় হয়।

চামেলীদেবীর সঙ্গে কথায় প্রবীরের বুঝতে দেরী হয় না, নিদারুণ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেই শিলাকে পড়তে হচ্ছে এবং এই দারিদ্র্যের মূলে আছে একটা মস্ত বড় ট্রাজেডী, শিলার বাবা, মিঃ মুখার্জি নাকি উন্মাদ হয়ে বাড়ী ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছেন।

সহানুভূতিতে গলে যায় প্রবীরের মন, শিলার আড়ালে চামেলীদেবীর কাছে প্রবীর জানায়, তার টাকার অভাব নেই, তিনি যদি কিছু মনে না করেন তাঁদের সংসারের সব ভার নিতে সে আনন্দে প্রস্তুত। চামেলীদেবী রাজী হলেন, শুধু একটা সর্ত্তে, শিলা যেন এই সাহায্যের কথা এখন না জানতে পারে, বড় অভিমানী মেয়ে কিনা? অবশ্য একদিন তো শিলা সব জানতে পারবেই কারণ প্রবীরের মত ছেলের হাতে তিনি শিলাকে তুলে দিতে পারলে সৌভাগ্যই মনে করেন। প্রবীর কিন্তু তখন জানতো না, চামেলীদেবী তার আড়ালে, ঠিক এমনি ভাবে শহরের সেরা লৌহ-ব্যবসায়ী লালমোহন আঢ্যির কাছ থেকেও চোখের জল ফেলে ঠিক এই সর্ত্তেই নিয়মিত মোটা টাকা আদায় করেন।

হঠাৎ এই সময় সহসা অর্দ্ধ উন্মাদ মিঃ মুখার্জ্জি ছিন্ন মলিন বেশে দীর্ঘ প্রবাস-অন্তে এসে উপস্থিত হলেন। সেদিন শিলার জন্মতিথি উপলক্ষে মিঃ আঢ্যি এক বিরাট পার্টির আয়োজন করেছেন। উৎসব-মত্ত বাড়ীর ভেতর চোরের মতন সঙ্গোপনে মিঃ মুখার্জ্জি প্রবেশ করলেন এবং আড়াল থেকে যে সব কথাবার্ত্তা শুনলেন তাতে তাঁর অর্দ্ধ-শুষ্ক চেতনা আবার সজীব হয়ে উঠলো···ভাগ্যবিধাতার মতন অতর্কিতে তিনি প্রবেশ করলেন প্রবীর ও শিলার জীবন-নাট্যে, ব্যর্থ করে দিলেন লালমোহন আর চামেলীদেবীর চক্রান্ত,······মুহূর্ত্তের প্রেরণায়, ঘটনার অনিবার্য্যতার আদেশে, প্রবীর স্ত্রীব'লে গ্রহণ করলো শিলাকে, তার গলাতে পরিয়ে দিল সতী কঙ্কাবতীর মালা।

শহর ছেড়ে ঘটনার ধারা চল্লো, অতসী গাঁয়ে, যে গাঁয়ের জমিদার হলো প্রবীর এবং যে-গাঁয়ে কিছুদিন আগে সতী কঙ্কাবতী অসুস্থ মুমূর্ষু স্বামীর জীবন ফিরিয়ে আনবার জন্যে সেই গাঁয়ের নদীর জলে আত্মবিসর্জ্জণ করেছিলেন। প্রবীরের মা পুণ্যস্মৃতি স্বরূপ সঞ্চয় করে রেখেছিলেন, সতী কঙ্কাবতীর গলার মালা আর হাতের কাঁকণ, তাঁর ভবিষ্যৎ পুত্রবধূর জন্যে। অতসী গাঁয়ে সেই নদীর ঘাটকে বলে কঙ্কাবতীর ঘাট। আজ ও দেশ-দেশান্তর থেকে পুণ্যবতী সধবা নারীরা স্বামীর কল্যাণে সেই কঙ্কাবতীর ঘাটে আসেন, নদীর জলে জলন্ত প্রদীপ জ্বালিয়ে স্বামীর কল্যাণ কামনা করেন।

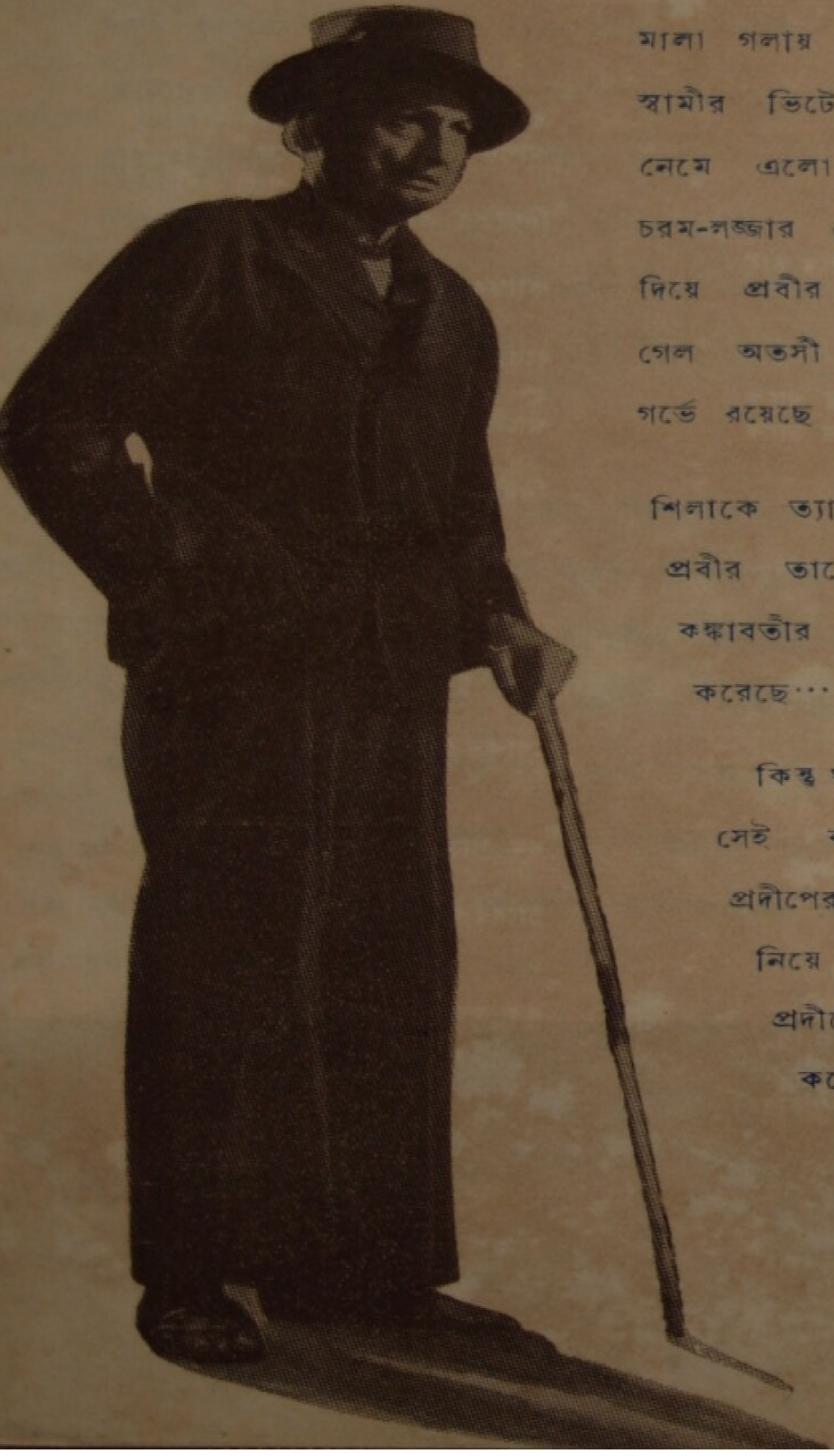

স্বামী গর্ব্বে গর্ব্বিতা শিলা সতী কঙ্কাবতীর মালা গলায় যেনিয়ে দিন প্রথম যাবে স্বামীর ভিটেয়, সেদিন তার জীবনে নেমে এলো মহা-দুর্য্যোগ, নারীত্বের চরম-লজ্জার বোঝা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে প্রবীর তাকে ত্যাগ করে ফিরে গেল অতসী গাঁয়ে। তখন শিলার গর্ভে রয়েছে প্রবীরের সন্তান।

শিলাকে ত্যাগ করে চলে যাবার সময় প্রবীর তাকে শুনিয়ে গেল, সতী কঙ্কাবতীর মালার অপমান সে করেছে···

কিন্তু ঘটনার দ্রুত নাটকীয় ধারা সেই কঙ্কাবতীর ঘাটেই জ্বলন্ত প্রদীপের আলোয় প্রবীরকে টেনে নিয়ে এলো এবং সেই জ্বলন্ত প্রদীপের আলোয় প্রবীর নতুন করে চিনলো শিলাকে···

কিন্তু শিলা তখন কোথায়? ছবির অপরূপ অন্তিম মুহূর্ত্তে আছে এই প্রশ্নের উত্তর।

সঙ্গীত

(১)

আমার ভুবণ হ'তে চায় মধুময়
বনের ফাগুণ দোলা দিয়ে তাই
মনে এসে কথা কয়
হ'তে চায় মধুময়
আমার ভুবণ
রাতের আঁধারে যে ফুল ঘুমায়ে থাকে
আঁখি মেলি চায় ভোরের পাখীর ডাকে
প্রজাপতি বলে মোর প্রেম লাগি
দীপশিখা জেগে রয়
হতে চায় মধুময়
আমার ভুবন—
মধুকর বলে আমার লাগিয়া
ফুল বুকে মধু ধরে
অতল সাগরে মুকুতা গড়ে না
ঝিনুক নিজের তরে—
কার লাগি আজি কস্তুরী মৃগ সম
আপন গন্ধে হৃদয় উতলা মম
জানি অন্তর যারে চাহে নিশিদিন
সে যে অন্তরতম হয়
হ'তে চায় মধুময়

(২)

সতী কঙ্কাবতী······সতী কঙ্কাবতী······
হেথা মরন জন্মের তীর্থ রচিয়া গেল যে
সাধ্বী সতী
সে যে কঙ্কাবতী—সতী কঙ্কাবতী
কত সীতা সতী কুলবধূ এসে
এই সুরধুনী কূলে
প্রদীপ জ্বালায়ে প্রণতি অর্ঘ্য
যার নামে রাখে তুলে
কালের কপালে বিজয়ের টিকা
আঁকিল সে কুলবতী
সে যে কঙ্কাবতী—সতী কঙ্কাবতী—

(৩)

এ কূল ভেঙ্গে ও কূল গড়ে নদী
আপন মনে এ কূল ভেঙ্গে
ও কূল গড়ে নদী
নিয়তির এই তো খেলা
হায় গো নিরবধি
কাছের মানুষ আঘাত হেনে
নেয় সে দূরে টেনে
দূরের যে জন তাকে আবার
দেয় সে কাছে এনে
আলোর তরী যায় যে ডুবে
আঁধার ঘনায় যদি
নিয়তির এই তো খেলা
হায়গো নিরবধি—

(৪)

আয় ঘুম আয় ঘুম
আয় ঘুম আয়
খোকন সোনার চাঁদের কণা
মুচকি হেসে চায়
আয় ঘুম আয়
ঘুম পাড়ানী মাসী পিসী
ঘুমের দেশে যাও
চাঁদের বুড়ীর ঘুমটি কেড়ে
খোকায় চোখে দাও
আমার যাদুর চোখে দাও
বুক জুড়ানো এমন মানিক
কে পেয়েছে হায়
খোকন সোনা চাঁদের কণা
আয় ঘুম আয়

পরবর্ত্তী আকর্ষণ

এইচ্‌·এন্‌·সির!

ভীমপলশ্রী

· কাহিনী · বনফুল

· চিত্রনাট্য · নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচালনা · চিত্ত বসু · সুর · অনুপম ঘটক

চলচ্ছবির!

মেজবৌ

· শ্রেষ্ঠাংশে ·

সুচিত্রা · বিকাশ · পাহাড়ী

কল্পনা চিত্র প্রতিষ্ঠানের

লক্ষহীরা

· শ্রেষ্ঠাংশে · দীপ্তি · মঞ্জু

উত্তম · বিকাশ

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, ১৫৭ এ, ধর্ম্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩।

মীরা মুখোপাধ্যায়
অজিত মুখোপাধ্যায়
১৮/বি. আ... চন্দ্র ব্যানার্জ্জী লেন
কলিকাতা-৭০০০১০